প্রথম আলো

সাক্ষাৎকারে আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি উইলিয়াম বি পাউচার

বাংলাদেশের আয়োজনে আমরা মুগ্ধ

১০ নভেম্বর রাজধানী ঢাকার আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরার (আইসিসিবি) ৪ নম্বর হলে তখন চলছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্ব। হলের বাইরে পাওয়া গেল আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের বেলর ইউনিভার্সিটির কম্পিউটারবিজ্ঞানের অধ্যাপক উইলিয়াম বি পাউচারকে। এ সময় তাঁর পাশে ছিলেন আইসিপিসি ঢাকার স্বাগতিক পরিচালক এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) উপাচার্য কামরুল আহসান। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **পল্লব মোহাইমেন**

প্রকাশ: ১৯ নভেম্বর ২০২২, ১১: ০৭

উইলিয়াম বি পাউচার (ডানে) ও কামরুল আহসানছবি: প্রথম আলো

বিশ্বের কম্পিউটারশিল্প ও কম্পিউটারবিজ্ঞান শিক্ষায় আইসিপিসির প্রভাব কী রকম?

উইলিয়াম বি পাউচার: বাসযোগ্য পৃথিবী ও মানুষের কল্যাণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি, আরও খোলাসা করে বললে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং দিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে। এখনই তা দেখা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে তা আরও বাড়বে। আর প্রোগ্রামাররা হলেন অনেক দক্ষ সমাধানকারী (সলভার)। আইসিপিসি হলো কম্পিউটারবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিং দক্ষতা দেখানোর সবচেয়ে বড় আয়োজন। আইসিপিসির শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ২৯ লাখ সমস্যা সমাধান করতে হয়েছে। আইসিপিসিতে যাঁরা ভালো করেন, তাঁরা তথ্যপ্রযুক্তিশিল্পে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। গুগল, কোরা, ফেসবুকের প্রধান কারিগরি কর্মকর্তারা আইসিপিসিতে ভালো ফল করেছেন। বিশ্বের এক হাজারের বেশি তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠাতা বা প্রধান নির্বাহী আইসিপিসির প্রতিযোগী। পাঁচ হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠানের কারিগরি নেতৃত্বে আছেন আইসিপিসির প্রতিযোগীরা। সিলিকন ভ্যালির শীর্ষ ১০০ কোম্পানিতেও তাঁদের অবস্থান শীর্ষ পর্যায়ে। আইসিপিসি সমস্যার সেরা সমাধানকারী তৈরি করে দেয়।

এই প্রতিযোগিতা ছাড়া আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের আর কী কী কাজ রয়েছে?

উইলিয়াম বি পাউচার: এটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। আইসিপিসি ফাউন্ডেশন বিশ্বব্যাপী আইসিপিসি আয়োজন করে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্পনসর নেওয়া হয়। এর বাইরে অন্য ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা হয়। যেমন ভারতে শুধু মেয়েদের জন্য আমরা অ্যালগো কুইন প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং চর্চার জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা দিয়ে থাকি। সরাসরি পিছিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটারবিজ্ঞান শিক্ষায় সহায়তা করে থাকি। সমস্যার সমাধান করে দিই, যাতে ভবিষ্যতে তাঁদের ও আমাদের জন্য সুবিধা হয়।

বাংলাদেশের আতিথেয়তা কেমন লাগল?

উইলিয়াম বি পাউচার: খুবই ভালো। চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। এখানকার আতিথেয়তা খারাপ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। (পাশে ইঙ্গিত করে) আর কামরুল আহসান তো এখন আমার ও আইসিপিসির বড় শক্তি। বাংলাদেশ এত সুন্দর, গোছানো একটি আয়োজন করেছে, আমরা মুগ্ধ। ২০১৬ সালে ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী যখন বাংলাদেশে এ আয়োজন করতে চাইলেন, তখন তাঁর সেই স্বপ্নের প্রতি আমরাও আগ্রহ দেখাই। এরপর নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে আজকের দিনটি এল।

আইসিপিসির শুরু থেকেই আপনি যুক্ত…

উইলিয়াম বি পাউচার: ১৯৭৭ সালে আমি একটি দলের কোচ ছিলাম। এরপর ১৯৮০ সাল থেকে আয়োজনে যুক্ত হয়ে পড়ি। সেই থেকে আছি। সব প্রজন্মকেই ত্যাগ স্বীকার করতে হয় পরের প্রজন্মের জন্য। নতুন নতুন সব সমস্যা আসে পৃথিবীতে, যার সমাধান করতে হয়। কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের চর্চা সমস্যার সমাধান করতে দক্ষ করে তোলে। তরুণেরা আইসিপিসির মাধ্যমে দক্ষ হয়ে ওঠে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামায় জন্ম উইলিয়াম বি পাউচারের। বাবা ছিলেন শিক্ষক। উইলিয়ামের প্রথম ১০ বছর কেটেছে ১৪টি জায়গায়। ১৯৭২ সালে উইলিয়াম বি পাউচার কম্পিউটারবিজ্ঞানে শিক্ষকতা শুরু করেন। টেক্সাসের বেলর ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছেন ৩৯ বছর ধরে। ১৯৮৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আইসিপিসির নির্বাহী পরিচালক (বিভিন্ন পদবিতে) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতার কোচ ও আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন।

https://www.prothomalo.com/technology/79b9371p60?fbclid=IwAR0jG2O6wQNCZjibiBnGr7roLV9EoiLMhPklwd9OvpFmYp1kfrjEPcGh45I

দৈনিক কালবেলা
আঁধার পেরিয়ে

সাক্ষাৎকার

সম্প্রতি শেষ হয়ে গেল ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি) ঢাকা ফাইনালস-২০২২। প্রোগ্রামিং জগতের অলিম্পিক হিসেবে খ্যাত এ প্রতিযোগিতার ৪৫তম আসরের আয়োজক দেশ ছিল বাংলাদেশ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) যৌথ উদ্যোগে আইসিপিসি ঢাকা ফাইনালস আয়োজন করা হয়। আসর শেষে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে দৈনিক কালবেলার সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে অংশ নেন ইউএপির উপাচার্য ও আইসিপিসি ঢাকা ফাইনালসের পরিচালক অধ্যাপক **ড. কামরুল আহসান**। সাক্ষাৎকার নেন **শাওন সোলায়মান**

সিএসই আর প্রোগ্রামিং দুটি আলাদা জিনিস

আয়োজন নিয়ে আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের মন্তব্য কী?

তারা আমাদের আয়োজনে খুবই সন্তুষ্ট বলে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। আমরা যে এত বড় একটি আন্তর্জাতিক আসরের সফল আয়োজন করতে পারি, সে বিষয়টি তাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে। নিরাপত্তা, ভিসা, যাতায়াত, হোটেল, লজিস্টিকসের পাশাপাশি ভেন্যুর প্রশংসা করেছেন তারা।

এমন আয়োজনের মাধ্যমে আমরা বিশ্বদরবারে কী বার্তা দিতে পেরেছি?

এই বার্তা পৌঁছে গেছে যে, বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল হয়েছে। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন—এসব বিষয়েও যে সজাগ আছি, সেটা তারা এখন জানে। বিষয়গুলো তারাও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রচার করবে।

বাংলাদেশের আইসিটি/প্রযুক্তি খাত নিয়ে বিদেশি প্রতিনিধিদের মন্তব্য কী?

বিদেশিরা বলেছেন যে, এখানে সম্পদ সীমিত হলেও অসীম দক্ষ জনবল তৈরি করা যাবে। স্কুল পর্যায়ে কোডিং শুরু করার উদ্যোগের ব্যাপক প্রশংসা করেছেন তারা। পাশাপাশি প্রযুক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন তারা। সেসঙ্গে আমরা যেন তৃতীয় লিঙ্গ এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী নাগরিকদের এ খাতে নিয়ে আসি, সে বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেছেন তারা।

আইসিপিসিতে আমাদের এবার কাঙ্ক্ষিত ফল হয়নি। কারণ কী মনে করেন?

আমরা হয়তো এবার আগের মতো আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি, তবে একটু হলেও সাফল্য এসেছে। একটি দল বাদে বাকি সবাই 'অনারেবল মেনশন' পেয়েছে। এটাও কিন্তু আইসিপিসির একটা স্বীকৃতি। আমাদের বুঝতে হবে, সিএসই (কম্পিউতার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং প্রোগ্রামিং দুটি আলাদা জিনিস। আমাদের সিএসসি গ্র্যাজুয়েটরা উন্নত বিশ্বে স্থান করে নিচ্ছেন। তাদের মেধা বিকাশের জন্য গুগল, মাইক্রোসফট, মেটা বসে আছে। কিন্তু প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার জগতে আমরা এখন 'লার্নিং কার্ভ' বা শিক্ষণ পর্যায়ে আছি। আইসিপিসির ফাউন্ডেশন কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান নির্ভর প্রশ্ন করে। আমাদের ছাত্ররা ইন্ডাস্ট্রির সাহচর্য কম পাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটার জন্য আরও সময় লাগবে।

এবারের আসর থেকে আগামীর জন্য কী প্রত্যাশা রাখতে পারি আমরা?

আমরা এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলব যেন প্রতিযোগিতার আগেই প্রতিযোগীদের মাঝে আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, হ্যাঁ, আমরা পারব। এজন্য আমরা প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কথা ভাবছি। প্রতিযোগিতার আগে আমরা বাইরে থেকে বিদেশি প্রশিক্ষক আনি, এতে কিন্তু অনেক টাকা ব্যয় হয়। তার চেয়ে স্থানীয় পর্যায়ে যে প্রশিক্ষকরা আছেন, তারা কিন্তু শিক্ষক। তাদের আরও উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

প্রথম আলো

‘বিশ্বকাপ’ এর লোগোতে বাংলাদেশের স্মৃতিসৌধ

প্রকাশ: ১৩ নভেম্বর ২০২২, ১৩: ৪৩

আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরায় আয়োজিত হলো প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপছবি: খালেদ সরকার

এক দিনে একসঙ্গে পৃথিবীর সেরা সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এত এত মেধাবী মুখের পদচারণ এর আগে কখনো দেখেনি বাংলাদেশ। ১০ নভেম্বর সেই ঘটনাই ঘটল রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরায়।

প্রোগ্রামিংয়ের ‘বিশ্বকাপ’ আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার (আইসিপিসি) যাত্রা শুরু ১৯৭৮ সালে। এবার ৪৫তম আয়োজন। গোটা দুনিয়াকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে বছরব্যাপী চলে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্ব। এসব প্রতিযোগিতায় যে দলগুলো শীর্ষস্থানে থাকে বা ভালো করে, তারাই উত্তীর্ণ হয় চূড়ান্ত পর্বে। আইসিপিসি যাকে বলে ওয়ার্ল্ড ফাইনালস। এবারের ওয়ার্ল্ড ফাইনালস হয়েছে ঢাকায়। ৬ নভেম্বর বিদেশি প্রতিযোগীদের আগমনের মাধ্যমে আয়োজনের শুরু। মূল প্রতিযোগিতা হয়েছে ১০ নভেম্বর। ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়াসহ র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা বিশ্বের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামিং দলই অংশ নিতে এসেছিল ঢাকায়। গোটা এশিয়ায় বাংলাদেশ চতুর্থ দেশ, যারা আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্ব আয়োজন করল। এর আগে জাপান, চীন ও থাইল্যান্ডে এ আয়োজন হয়েছিল।

জাতীয় অধ্যাপক প্রয়াত জামিলুর রেজা চৌধুরী যখন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) উপাচার্য, তখন তিনি ঢাকায় এ আয়োজন করার কথা ভাবেন। এরপর ২০১৬ সাল থেকে এ উদ্যোগের শুরু। ২০২২ সালে এসে পূরণ হলো স্বপ্ন। সরাসরি ও অনলাইনে শত শত সভা, মেইল চালাচালি, আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সব নীতিমালা, শর্ত পূরণ—সব করেই ইউএপির আয়োজনে হয়ে গেল ওয়ার্ল্ড ফাইনালস। আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। স্বাগতিক দেশ, তাই এবারই সর্বোচ্চ আটটি দল নিয়ে চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেয় বাংলাদেশ।

সবকিছু ঠিক থাকলে, আগামী বছর আইসিপিসির আসর বসবে মিশরের শার্ম আল শেখ শহরে।

মণ্ডল চিত্রধারার লোগো

ইংরেজিতে ম্যান্ডালা। ভারতীয় উপমহাদেশে মণ্ডল। অর্থ বৃত্ত বা চক্র। আসলে বৃত্তের আদলে জ্যামিতিক নকশার সমাহারে ছবি আঁকার ধারাই ম্যান্ডালা। ঢাকার আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালসের লোগো মণ্ডল রীতিতে আঁকা হয়েছে। সেটি অনুসরণ করে আবার ১৩৭টি দল নিজ নিজ প্রতীক তৈরি করেছে। প্রতিযোগিতায় একটি দেয়ালে (ম্যান্ডালা ওয়াল) সব লোগো দেখা গেছে। এবারের ওয়ার্ল্ড ফাইনালসের যে লোগো, সেটি তৈরি হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধকে আবর্তন করে। বৃত্তের একেবারে বাইরের দিকে তিরচিহ্ন। এটা উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে চলাকে নির্দেশ করে। ভেতরে সমান্তরালে আছে ০ ও ১। বাইনারি সংখ্যার প্রতীক। ০ ও ১–এর মাঝখানে জামদানি নকশার প্রতীক।

ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়াসহ র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা বিশ্বের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামিং দলই অংশ নিতে এসেছিল ঢাকায়ছবি: খালেদ সরকার

ঢাকা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে

প্রতিবছরের ওয়ার্ল্ড ফাইনালস আগেরবারের চেয়ে ভালো হয় এবং আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও আইসিপিসির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক উইলিয়াম বি পাউচার বিস্মিত হন। এবার তাঁর বিস্ময়টা যেন একটু বেশি। তাই তো ১০ নভেম্বর রাতে সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি বললেন, ‘ঢাকার আতিথেয়তায় আমি ও আমরা মুগ্ধ। প্রতিবারই একটা ফাইনাল আরেকটিকে ছাড়িয়ে যায়। ঢাকা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে।’

https://www.prothomalo.com/lifestyle/faf73siitp

প্রথম আলো

প্রোগ্রামিংয়ের প্রতিযোগিতায় কেমন করল বাংলাদেশ

প্রকাশ: ১৩ নভেম্বর ২০২২, ১৩: ৫৭

এ বছর ৫১তম স্থান পেয়েছে বুয়েটছবি: খালেদ সরকার

আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতাকে (আইসিপিসি) বলা হয় প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপ। এ বছর এই আসর বসেছিল ঢাকায়। র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা বিশ্বের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামিং দলই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। ১০ নভেম্বর রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরায় অনুষ্ঠিত হলো আইসিপিসির ওয়ার্ল্ড ফাইনালস। ঢাকার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক ছিল আয়োজনের দায়িত্বে। সার্বিক সহযোগিতা করে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। স্বাগতিক দেশ, তাই এবারই সর্বোচ্চ আটটি দল নিয়ে চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেয় বাংলাদেশ। এককথায় আইসিপিসি হলো সমস্যা সমাধানের প্রতিযোগিতা। পৃথিবীর বর্তমান বা আগামী দিনের উপযোগী সমস্যা দেওয়া হয়। ০ ও ১ মানে বাইনারি সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে সেটির সমাধান করেন প্রতিযোগীরা। সহজ করে বললে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খোঁজাই মূল কথা। প্রতিটি দলে থাকেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের তিনজন করে শিক্ষার্থী। আর একজন করে কোচ।

স্বাগতিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের ৮টি দল অংশ নিয়েছে প্রতিযোগিতায়ছবি: খালেদ সরকার
এবারের প্রতিযোগিতায় ছিল ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যা। সমাধানের সংখ্যার ওপর নির্ধারিত হয় ফলাফল। যদি একাধিক দল সমসংখ্যক সমাধান করে, তবে সময়ের ব্যবধানের ওপর ভিত্তি করে, অর্থাৎ কম সময়ে যারা সঠিক সমাধান জমা দেয়, তারা তালিকায় এগিয়ে থাকে।

কেমন করল বাংলাদেশ

আয়োজনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ সফল, এটি আইসিপিসির কর্মকর্তারা বারবার বলেছেন। এখন দেখা যাক কেমন করেছে বাংলাদেশের আট দল। চলতি বছর আইসিপিসিতে অংশগ্রহণের ২৫ বছর পার করেছে বাংলাদেশ। ফলে দীর্ঘ ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে। এযাবৎকালে ২০০০ সালে চূড়ান্ত পর্বে বুয়েটের ১১তম স্থান, আমাদের সেরা অর্জন। এবার স্বাগতিক দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক দল অংশ নেয় চূড়ান্ত পর্বে। এর মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ৫১তম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৬তম স্থান অর্জন করে। দুটি দলই চারটি করে সমস্যার সমাধান করেছে। প্রতিযোগিতায় ৭৪তম স্থানের পর থেকে বাকি সবার জন্য ছিল বিশেষ সম্মাননা (অনারেবল মেনশন)। যে সম্মাননা পেয়েছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কেন বাংলাদেশ আইসিপিসিতে খুব একটা ভালো করতে পারছে না? বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক এম কায়কোবাদের সঙ্গে এই নিয়ে কয়েক দিন আগে কথা হচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন, ‘তিন–চার বছর আগে থেকেই আমরা জানি ঢাকায় চূড়ান্ত পর্ব হতে যাচ্ছে। আমাদের উচিত ছিল শিক্ষার্থীদের তৈরি করা, তাদের পেছনে বিনিয়োগ করা। এটার জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি লাগে। রাশিয়া থেকে কোচ এনে সপ্তাহ দুয়েক প্রশিক্ষণ দিয়ে ভালো ফলাফল আশা করা যায় না।’

আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে টানা ১৬ বছর বিচারক ছিলেন বাংলাদেশের শাহরিয়ার মনজুর। তিনি বলেন, ‘আইসিপিসির প্রশ্ন আগে বেশি কারিগরি ছিল। এখন হয়েছে জ্ঞানভিত্তিক। আমাদের প্রতিযোগীদের ধারাবাহিক প্রস্তুতি সেভাবে হয় না। আরেকটা সমস্যা হলো আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা হওয়ার প্রায় এক বছর পর ফাইনাল হয়। অনেকেই পড়াশোনা শেষ করে তখন পেশাগত জীবনে ঢুকে যান। ফলে একসঙ্গে দলের অনুশীলন করা হয়ে ওঠে না। রাশিয়া বা চীনের প্রতিযোগীদের অনেকে আছেন, যাঁরা সারা দিন এটা নিয়েই থাকেন।’

বিদেশি দলের কোচ হয়ে নিজ দেশে

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার কৌশল পড়ার সময় ২০০২ ও ২০০৫ সালে নাসা রউফ দুবার অংশ নিয়েছিলেন আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে। এর মধ্যে ২০০৫ সালে তাঁদের দল ২৯তম হয়। নাসা এবার ঢাকার চূড়ান্ত পর্বে এসেছেন কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া দলের কোচ হয়ে। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামিং দলের কোচের দায়িত্ব পালন করছেন ২০০৮ সাল থেকে। মাঝে দু–এক বছর ছিলেন না। বিদেশি দলের কোচ হয়ে নিজ দেশের আসার অনুভূতি কেমন? নাসা রউফ বললেন, ‘গর্বের। আমি আমার দলের সদস্যদের বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। বলেছি, “এই দেখো, কোথায় আমি বেড়ে উঠেছি, কোথায় পড়াশোনা করেছি, কারা আমার শিক্ষক।” এটা সত্যিই তাদের ও আমার জন্য ভালো লাগার এক অনুভূতি। আমার দলকে আমার শিকড় দেখাতে পেরেছি।’

https://www.prothomalo.com/lifestyle/40lsrlm5bl

প্রথম আলো

আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

প্রোগ্রামিংয়ের ‘বিশ্বকাপ’ এমআইটির

প্রকাশ: ১১ নভেম্বর ২০২২, ০০: ০৩

অতিথিদের কাছ থেকে আইসিপিসির চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নেওয়ার পর এমআইটি দল। *ছবি: খালেদ সরকার*

প্রোগ্রামিংয়ের ‘বিশ্বকাপ’ আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা—আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে এবার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। পাঁচ ঘণ্টায় ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যার মধ্যে ১১টি সমাধান করে ৪৫তম আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, বসুন্ধরার (আইসিসিবি) ৪ নম্বর হলে আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্ব (ওয়ার্ল্ড ফাইনালস) অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে রাত পৌনে ৯টায় ঘোষণা করা হয় ফলাফল। এবার দ্বিতীয় স্থানে আছে চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় (১০টি সমাধান) এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় (৯টি)। ৬৯টি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১৩৭টি দল আইসিপিসিতে অংশ নেয়।

এশিয়া মহাদেশে চতুর্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস অনুষ্ঠিত হলো। আয়োজন শুরু হয়েছিল ৬ নভেম্বর।

সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, ‘এক হাজার অতিথি এ আয়োজনে অংশ নিয়েছেন, যা বড় ব্যাপার। আইসিপিসির ওয়ার্ল্ড ফাইনালস দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশেই প্রথমবারের মতো হলো।’ তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ বলেন, ‘ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণ করে আমরা এখন স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে চলেছি। চূড়ান্ত পর্ব বাংলাদেশে আয়োজন করার জন্য আইসিপিসি ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ।’

ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণ করে আমরা এখন স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে চলেছি।

জুনাইদ আহ্মেদ, প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম বি পাউচার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার সফল আয়োজনের জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে সরকারের আইসিটি বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) এবং আইসিপিসি ঢাকার পরিচালক কামরুল আহসান, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমারসহ অনেকে বক্তৃতা করেন।

এবার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)ছবি: খালেদ সরকার

দিনে প্রতিযোগিতার সময় দেখা যায় কোনো কোনো দলের পাশে বাড়ছে বেলুনের সংখ্যা। মানে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করছে। প্রতিটি দলে একটি কম্পিউটার, নীল টি-শার্ট পরা তিনজন করে প্রোগ্রামার। একটা করে সমাধান হয় আর একটা করে বেলুন বাড়ে। ফলাফল ঘোষণার সময়ও নাটকীয় মুহূর্তের অবতারণা করেন আইসিপিসির কর্মকর্তা ও বিচারকেরা।

আইসিপিসির নিয়ম অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে শীর্ষ চারটি দল সোনার পদক পায়। এরপর পঞ্চম থেকে অষ্টম রুপা এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থান অর্জনকারী দল ব্রোঞ্জপদক পায়। শীর্ষ তিন দলের পর সোনা জয় করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (৯টি সমাধান)। গতকাল দলটি ১১ মিনিটে সবার আগে একটি সমস্যার সমাধান করে।
রৌপ্যপদক বিজয়ী হয়েছে সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ, ফ্রান্সের ইকোল নরমাল সুপিরিয়র ডি প্যারিস, যুক্তরাষ্ট্রের কার্নিগিও মিলন ইউনিভার্সিটি ও পোল্যান্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্রোঞ্জ পেয়েছে রাশিয়ার ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হায়ার স্কুল অব ইকোনমিকস, সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিয়েতনামের ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ভিএনইউ)। স্বাগতিক বাংলাদেশের আট বিশ্ববিদ্যায়ের আটটি দল চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ৫১তম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৬তম স্থান অর্জন করে। দুটি দলই চারটি করে সমস্যার সমাধান করে। এ ছাড়া বাকি ছয়টি দল বিশেষ সম্মাননা (অনারেবল মেনশন) পেয়েছে। এ দলগুলো হলো আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এশিয়া মহাদেশে চতুর্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস অনুষ্ঠিত হলো। আয়োজন শুরু হয়েছিল ৬ নভেম্বর। বাংলাদেশে আয়োজক হিসেবে ছিল সরকারের আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। স্বাগতিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ইউএপি।

https://www.prothomalo.com/technology/0o8c54p677

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

আইসিপিসি ২০২২

প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপে তারুণ্যের মিলনমেলা

প্রকাশ: ১৪ নভেম্বর ২২ । ০০:০০ | আপডেট: ১৪ নভেম্বর ২২ । ১৭:২৪ । প্রিন্ট সংস্করণ

প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপ আইসিপিসি ২০২২ চ্যাম্পিয়ন এমআইটি দলের সঙ্গে অতিথিরা

দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপখ্যাত আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় (আইসিপিসি ২০২২) ওয়ার্ল্ড ফাইনালস। গত ৬-১১ নভেম্বর রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) অনুষ্ঠিত হয় এবারের প্রতিযোগিতা। আইসিপিসির ৪৫তম এ আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। লিখেছেন ***হাসান জাকির***

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সেরা কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হলো আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় (আইসিপিসি ২০২২) ওয়ার্ল্ড ফাইনালস। গত ৬-১১ নভেম্বর রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) অনুষ্ঠিত এবারের প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, রাশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান এবং স্বাগতিক বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭০টি দেশের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৭টি দল অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এমআইটি, অক্সফোর্ড, ইয়েল, আইআইটির মতো বিশ্বখ্যাত

বিশ্ববিদ্যালয়ের একঝাঁক তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থী; যাঁরা আগামী দিনে বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রতিযোগী, বিচারক, শিক্ষক এবং অতিথি মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার মানুষের সমাগমে বিশ্বসেরা তরুণ প্রোগ্রামারদের মিলনমেলায় পরিণত হয় আইসিসিবি। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) উদ্যোগে আইসিপিসি ঢাকা আয়োজন সহযোগী ছিল সরকারের আইসিটি বিভাগ। বিশ্বজুড়ে এ আয়োজনের ডায়মন্ড পৃষ্ঠপোষক হুয়াওয়ে।

ঢাকায় প্রোগ্রামারদের মিলনমেলা

আইসিপিসির চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে প্রতিটি দেশেই স্থানীয়ভাবে আয়োজিত হয় প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতা থেকে নির্বাচিত সেরা কয়েকটি দল ওয়ার্ল্ড ফাইনালসে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। স্বাগতিক দেশ হিসেবে এবার বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয় ৮টি দল। এবারের প্রতিযোগিতায় আফ্রিকা-আরব অঞ্চল থেকে ১৬টি, এশিয়া-প্যাসিফিক থেকে ৩৫টি, ইউরোপ থেকে ১৬টি, চীন থেকে ১৬টি, রাশিয়া অঞ্চল থেকে ১৬টি এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৪টি দল অংশগ্রহণ করে। গত ৬ নভেম্বর থেকে বিভিন্ন দেশের নির্বাচিত প্রতিযোগীরা ঢাকায় আসতে শুরু করেন। ৭ নভেম্বর ছিল অংশগ্রহণকারী দলের নিবন্ধন, সাবেক প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণে অ্যালামনাই টক, কনসার্ট। তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। এ দিন উৎসবে আগত প্রতিযোগী, বিচারকসহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর জন্য বিশেষ প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করে পৃষ্ঠপোষক হুয়াওয়ে। এতে হুয়াওয়ে তার বিভিন্ন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন তুলে ধরে। এ সময় হুয়াওয়ের করপোরেট কমিউনিকেশন্স বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিকি ঝ্যাং উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ছিল আইসিপিসি চ্যালেঞ্জ নামক বিশেষ আয়োজন।

চতুর্থ দিন ৯ নভেম্বর মূলত প্রতিযোগিতা সম্পর্কে হাতেকলমে ধারণা দিতে মক কনটেস্ট (পরীক্ষামূলক প্রতিযোগিতা) আয়োজন করা হয়। এ সময় প্রতিযোগীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বিচারক প্যানেল ও আয়োজকরা। ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় মূল প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগীদের বিনোদনে ছিল গেমিং সুবিধাসহ বিশেষ জোন, মুজিব কর্নার, আইসিটি বিভাগের একটি প্যাভিলিয়নসহ স্পন্সর শোকেস জোন। এখানে প্রতিযোগীদের সাম্প্রতিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জানাতে হুয়াওয়ে নিজেদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও সেবাগুলো তুলে ধরে। ছয় দিনের এ আয়োজনের বিভিন্ন পর্বে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, আইসিটিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার, আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস প্রতিযোগিতার পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য, আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বলেন, আইসিপিসি একটি জনপ্রিয় আয়োজনে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর সারাবিশ্ব থেকে অংশগ্রহণকারী অংশ নেয়, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ঢাকায় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার সফল ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের জন্য বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

মূল প্রতিযোগিতা

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে নিজেদের প্রমাণ দিতে সারাবিশ্ব থেকে ঢাকায় জড়ো হয় একঝাঁক মেধাবী শিক্ষার্থী। আইসিসিবির ৪ নম্বর হলে ১০ নভেম্বর সকাল ১১টায় শুরু হয় মূল প্রতিযোগিতা। প্রতিটি দলে ছিলেন তিনজন করে প্রতিযোগী। প্রতিটি দলের জন্য বিশেষভাবে খোপ তৈরি করা হয়, যেখানে বসে তাঁরা একটি কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করেন। কোনো দল একটি সমস্যা সমাধান করলেই সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের দেওয়া হয় একটি করে বেলুন। পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী এ প্রতিযোগিতা শেষ হতে হতে পুরো ভেন্যুজুড়ে বিভিন্ন রঙের বেলুন উড়তে থাকে। প্রতিযোগিতাটি হয় দুই স্তরে। প্রথম স্তরে শিক্ষার্থীরা ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন ও প্রথম রানারআপ দল চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। ফলাফল ঘোষণার সময়ও নাটকীয় মুহূর্তের অবতারণা করেন আইসিপিসির কর্মকর্তা ও বিচারকরা।

বিজয়ী যারা

৪৫তম আইসিপিসির আসরের চূড়ান্ত পর্বে এবার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে প্রথম স্থান দখল করে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যার মধ্যে ৫ ঘণ্টায় ১১টি সমাধান করে ৪৫তম আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এমআইটি। আইসিপিসির নিয়ম অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে সেরা চারটি দল

স্বর্ণপদক পায়। এরপর পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থানকারী রুপা এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থান অর্জনকারী দল ব্রোঞ্জপদক অ্যাওয়ার্ড পায়।

১০টি সমস্যা সমাধান করে এশিয়া ইস্ট অঞ্চল থেকে চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটি দ্বিতীয় স্থান এবং ৯টি সমস্যা সমাধান করে এশিয়া প্যাসিফিক থেকে জাপানের দি ইউনিভার্সিটি অব টোকিও তৃতীয় স্থান দখল করে স্বর্ণজয়ী হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ৯টি সমস্যা সমাধান করে সেরা ৩ দলের পর স্বর্ণজয়ী হয়েছে। দলটি ১১ মিনিটে সবার আগে একটি সমস্যার সমাধান করে। সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ, ফ্রান্সের ইকোল নরমাল সুপিরিয়র ডি প্যারিস, যুক্তরাষ্ট্রের কার্নিগিও মিলন ইউনিভার্সিটি ও পোল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারশ, অর্থাৎ মোট চারটি দল রৌপ্যপদক বিজয়ী হয়েছে।

ব্রোঞ্জ পেয়েছে রাশিয়ার ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হায়ার স্কুল অব ইকোনমিকস, সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিয়েতনামের ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ভিএনইউ)। আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস বিজয়ী শীর্ষ চারটি দলকে গোল্ড মেডেল, পরবর্তী চারটি দলকে সিলভার মেডেল এবং পরের চারটি দলকে ব্রোঞ্জ মেডেল দেওয়া হয়।

প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ

স্বাগতিক বাংলাদেশের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে চারটি করে সমস্যার সমাধান করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ৫১তম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৬তম স্থান অর্জন করে। এ ছাড়া বাকি ছয়টি দল বিশেষ সম্মাননা (অনারেবল মেনশন) পায়। এই দলগুলো হলো- ৮২তম স্থান পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৯৮তম স্থান পেয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৭তম স্থান পেয়ে নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, ১১৩তম স্থান পেয়ে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ১১৯তম স্থান পেয়ে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) এবং ১২২তম স্থান পেয়ে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

https://samakal.com/feature/article/2211141451/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE

বাংলাদেশ প্রতিদিন

চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি

ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক

‘ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট’ (আইসিপিসি) ২০২২-এর ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। একই সঙ্গে তারা হয়েছেন উত্তর আমেরিকা অঞ্চলেরও চ্যাম্পিয়ন। ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যার মধ্যে তারা সমাধান করেছে ১১টির। এর মধ্যে ‘সমস্যা-সি’ সমাধান করেছে ২৫ মিনিটে, ‘সমস্যা-এল’ সমাধান করেছে ৩০ মিনিটে, ‘সমস্যা-এ’ সমাধান করেছে ৫০ মিনিটে আর ‘সমস্যা-ই’ সমাধান করেছে ১৯৬ মিনিটে। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনের গতকাল ছিল চূড়ান্ত পর্ব। প্রতিযোগিতা শেষে

বিজয়ী দলগুলোর নাম ঘোষণা করা হয়। এবারের ওয়ার্ল্ড ফাইনাল চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে এমআইটি জিতেছে একটি চ্যাম্পিয়ন কাপ, গোল্ড মেডেল ও ১৫ হাজার মার্কিন ডলার। পুরস্কার ঘোষণার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি হলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে সম্মানজনক এবং মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাটির ৪৫তম আসরের। আর এবারই প্রথমবারের মতো আয়োজক দেশ হওয়ার গর্ব অর্জন করে বাংলাদেশ। ৪৬তম আসর বসবে মিসরে। এবাবের আসরের দ্বিতীয় হয়েছে পিকিং ইউনিভার্সিটি। তারা ১০টি সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। একই সঙ্গে তারা হয়েছে এশিয়া ইস্ট চ্যাম্পিয়ন। এরপর ৯টি সমস্যার সমাধান করে তৃতীয় হয়েছে দ্য ইউনিভার্সিটি অব টোকিও। একই সঙ্গে তারা হয়েছে এশিয়া প্যাসিফিক চ্যাম্পিয়ন। সবার প্রথম তারা জি এবং জে নম্বর সমস্যা সমাধান করে। বিজয়ীদের নাম ঘোষণার আগে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, ‘আমরা হয়তো সেই অর্থে ধনী দেশ নই কিন্তু আমাদের আছে খুবই পরিশ্রমী এক জনগোষ্ঠী। আমরা পরিশ্রম করতে পারি। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই সময়ের ডিজিটাল টুলস। এসবই আমাদের জন্য বড় হাতিয়ার।’

অন্যদিকে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ‘স্টার্টআপ এবং নতুন উদ্ভাবনী ধারণার জন্য বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠছে, যার ফলে স্টার্টআপ শিল্পের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিনিয়োগের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল সুযোগকে আঁকড়ে ধরছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধা ভোগ করছে। ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা প্রতি বছর ২০ হাজারেও বেশি আইটি এবং আইটিইএস গ্র্যাজুয়েট পাচ্ছি। এবাবের আইসিপিসি আয়োজনের মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। ভবিষ্যতে এগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগবে।’

সেরা ১২ দল : ১. ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি), ২. পিকিং ইউনিভার্সিটি, ৩. দ্য ইউনিভার্সিটি অব টকিও, ৪. সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ৫. ইটিএইচ জুরিখ, ৬. ইকোল নরমাল সুপিরিয়র ডি প্যারিস, ৭. কার্নিগিও মিলন ইউনিভার্সিটি, ৮. ইউনিভার্সিটি অব ওয়ার্শ, ৯. ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হায়ার স্কুল অব ইকোনমিকস, ১০. সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি- রাশিয়া, ১১. ইউভার্সিটি অব অক্সফোর্ড, ১২. ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ভিএনইউ)।

https://www.bd-pratidin.com/last-page/2022/11/11/828060?fbclid=IwAR2p2TXQLaqiavjL10-EJ9CJtC1I7oVz5ZWfa9YomHZvCLPbSPw_dsnpCos

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

আইসিপিসি

প্রোগ্রামিংয়ের 'বিশ্বকাপ' চ্যাম্পিয়ন এমআইটি

চ্যাম্পিয়ন এমআইটি দলের সঙ্গে অতিথিরা। বৃহস্পতিবার আইসিসিবি মিলনায়তনে - সমকাল

আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় (আইসিপিসি ২০২২) ওয়ার্ল্ড ফাইনালস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন তরুণ প্রতিযোগী ১২ প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ ১১টির সমাধান করে ৪৫তম আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এ প্রতিযোগিতাকে প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপ ধরা হয়।

গতকাল রাজধানীর আন্তর্জতিক কনভেনশন সেন্টার, বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) ৫ ঘণ্টাব্যাপী এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টায় শুরু হয়ে চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এতে বিশ্বের ৬৯ দেশের ১৩৭ দল অংশ নেয়। বিশ্বের শীর্ষ প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতি দলে তিন শিক্ষার্থী প্রতিযোগী এবং একজন শিক্ষক মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) উদ্যোগে আইসিপিসি ঢাকা আয়োজনে সহযোগী হিসেবে ছিল সরকারের আইসিটি বিভাগ। বৈশ্বিক এ আয়োজনের পৃষ্ঠপোষক হুয়াওয়ে, অ্যামাজন, আইবিএম। গত রোববার শুরু হওয়া পাঁচ দিনের এ আয়োজনে মূল প্রতিযোগিতা ছাড়া মক কনটেস্ট (পরীক্ষামূলক প্রতিযোগিতা), সেমিনার, কনসার্টসহ নানা আয়োজন ছিল।

প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম বি পাউচার, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, আইসিপিসির আয়োজক এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এবং আইসিপিসি ঢাকার পরিচালক কামরুল আহসান, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার প্রমুখ।

প্রতিযোগিতায় ১০ সমস্যার সমাধান করে দ্বিতীয় সেরা হয়েছে চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটি। ৯ সমস্যার সমাধান করে তৃতীয় সেরা হয়েছে যথাক্রমে জাপানের দ্য ইউনিভার্সিটি অব টোকিও এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। প্রতিযোগিতার শীর্ষ এ চার দল পুরস্কার হিসেবে পেয়েছে স্বর্ণপদক। এ ছাড়া ৯ সমস্যার সমাধান করেও সময়ের ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে রৌপ্যপদক জিতেছে সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ, ফ্রান্সের ইকোল নরমাল সুপ্রিয়র ডি প্যারিস, যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগি মিলন ইউনিভার্সিটি, পোল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওয়ার্সা।

এ ছাড়া ৮ সমস্যার সমাধান করে ব্রোঞ্জপদক জিতেছে রাশিয়ার ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হায়ার স্কুল অব ইকোনমিকস এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড, ভিয়েতনামের ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি- ভিএনইউ।

বাংলাদেশ থেকে ৮ দল অংশ নিলেও কোনো পদক জিততে পারেনি। তবে অনারেবল মেনশন পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)।

সমাপনী আয়োজনে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের ১ কোটি ২০ লাখের মতো জনবল কাজ করছে। আমরা সত্যিকার অর্থে কর্মঠ জাতি। আমাদের আর্থিক সক্ষমতা অনেক বেশি- এটা বলা যাবে না। এর পরও আমরা আমাদের তরুণদের তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তুলতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করছি। আমরা আশা করছি, উন্নয়নশীল দেশের যে স্বীকৃতি আমরা পেয়েছি; ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত বাংলাদেশ গড়তে পারব।'

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, 'আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশে বাস করছি। এর সুফল দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে ছড়িয়ে গেছে। আমরা এখন ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করছি। এশিয়া মহাদেশে চতুর্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এর আগে জাপান, চীন ও থাইল্যান্ডে প্রতিযোগিতাটির ওয়ার্ল্ড ফাইনাল আয়োজিত হয়। আগামী বছর এ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত আসর মিসরে অনুষ্ঠিত হবে।'

https://samakal.com/technology/article/2211141192/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA-%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF

কালের কণ্ঠ

বিশ্বসেরার হাসি এমআইটি দলের

কম্পিউটার প্রগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপ খ্যাত আইসিপিসির চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেন বিশ্বের ১৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগীরা। গতকাল রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায়। তিন দিনের আয়োজনের গতকাল ছিল শেষ দিন। ছবি : কালের কণ্ঠ

ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রগ্রামিং কনটেস্টে (আইসিপিসি) চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) দল। একই সঙ্গে দলটি উত্তর আমেরিকা অঞ্চলেরও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনের চূড়ান্ত পর্ব ছিল গতকাল বৃহস্পতিবার। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী দলগুলোর নাম ঘোষণা করা হয়। এবার ছিল এই আয়োজনের ৪৫তম আসর। এতে বিশ্বের ৪৭টি দেশের ১৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১১ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। প্রগ্রামিং প্রতিযোগিতার সবচেয়ে সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক এই আসরে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয় আটটি দল। এবারের আসরে দ্বিতীয় সেরা হয়েছে চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটি। তারা পূর্ব এশিয়ারও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আর তৃতীয় স্থান লাভ করেছে জাপানের দি ইউনিভার্সিটি অব টোকিও। একই সঙ্গে তারা হয়েছে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ন। এমআইটি ১২টি প্রগ্রামিং সমস্যার মধ্যে সমাধান করেছে ১১টির। এর মধ্যে ‘সমস্যা-সি’ সমাধান করেছে ২৫ মিনিটে, ‘সমস্যা-

এল' সমাধান করেছে ৩০ মিনিটে, 'সমস্যা-এ' সমাধান করেছে ৫০ মিনিটে আর 'সমস্যা-ই' সমাধান করেছে ১৯৬ মিনিটে। দ্বিতীয় সেরা পিকিং ইউনিভার্সিটি দল মোট ১০টি সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। আর তৃতীয় সেরা দল দি ইউনিভার্সিটি অব টোকিও মোট ৯টি সমস্যার সমাধান করে।

আইসিপিসিতে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ থেকে আট দলের মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) চারটি সমস্যার সমাধান করে ৫১তম স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া চারটি সমস্যার সমাধান করে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) ৫৬তম, তিনটির সমাধান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৮২তম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দুটির সমাধান করে ৯৮তম, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় দুটির সমাধান করে ১০৭তম স্থান লাভ করে। আর একটি করে সমস্যার সমাধান করে সময়ের ব্যবধানের জন্য আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) ১১৩তম, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) ১১৯তম এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) ১২২তম অবস্থান লাভ করে। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ছিল 'এশিয়া ওয়েস্ট' অঞ্চলের অধীন। আর এই অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, কানপুর। বিজয়ীদের নাম ঘোষণার আগে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'আমরা হয়তো সেই অর্থে ধনী দেশ নই, কিন্তু আমরা পরিশ্রম করতে পারি। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই সময়ের ডিজিটাল টুলস। এই দুই শক্তি মিলিয়ে আমরা দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যেতে চাই। ' বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহেমদ পলক বলেন, 'স্টার্টআপ এবং নতুন উদ্ভাবনী ধারণার জন্য বাংলাদেশ সমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠছে। ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা প্রতিবছর ২০ হাজারেরও বেশি আইটি ও আইটিইএস গ্র্যাজুয়েট পাচ্ছি। এবারের আইসিপিসি আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। ভবিষ্যতে এগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগবে। '

তিন প্রতিযোগী আর এক কম্পিউটার

আইসিসিবির ৪ নম্বর হলের দর্শক গ্যালারি থেকে তাকালে চোখে পড়বে শত শত ছোট ছোট খোপ। এগুলোর একেকটিতে বসা তিনজন করে প্রতিযোগী। এঁদের প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া কম্পিউটার প্রগ্রামার। প্রতিযোগী তিনজন হলেও কম্পিউটার একটি করে। কেন? জবাবে আইসিপিসি গ্লোবাল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উইলিয়াম বিল পাউচার বলেন, 'উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিযোগীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা। আমরা দেখেছি, এতে করে প্রতিযোগীরা দ্রুত সমস্যাগুলো সমাধান করতে

পারে। ' পাঁচ ঘণ্টার প্রতিযোগিতা মূল প্রতিযোগিতা শুরু হয় গতকাল সকাল ১১টায়। শেষ হয় বিকেল ৪টায়। এরপর সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় বিজয়ীদের নাম ঘোষণা। দ্রুত সময়ে সমস্যা সমাধানের ওপর নির্ভর করে একেকটি দল তালিকার শীর্ষে চলে আসতে থাকে।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার শুরুতেই ইংরেজি আদ্যক্ষর 'এ' থেকে 'এল' পর্যন্ত ১২টি ক্রমানুসারে 'সমস্যা' সমাধান করতে দেওয়া হয় প্রতিযোগীদের। এরপর কোন দল কত দ্রুত ও কতটি সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে, তার ওপর নম্বর দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম একটি প্রশ্নের সমাধান করে গত বছরের স্বর্ণপদক বিজয়ী দল দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। অন্যদিকে বিকেল ৩টার মধ্যেই ১০টি সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিল এমআইটি। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী প্রথম চার ঘণ্টা প্রতিযোগিতাস্থলে বিশাল বিশাল পর্দায় প্রতিযোগীদের সমস্যা সমাধানে লাইভ আপডেট দেওয়া হয়। তবে শেষ এক ঘণ্টা কিছু দেখানো হয় না। এটাকে আয়োজকরা 'ব্লাইন্ড পিরিয়ড' বলেন। এই সময়ে প্রতিযোগীদের করা সমাধানগুলো চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার সময় প্রকাশ করা হয়।

বিজয়ী দলগুলোর পুরস্কার

বিজয়ী দল হিসেবে এমআইটি জিতেছে ট্রফি, গোল্ড মেডেল এবং ১৫ হাজার মার্কিন ডলার। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ স্থান জয়ী দল পেয়েছে গোল্ড মেডেল ও সাড়ে সাত হাজার ডলার করে। পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থান অধিকারী দল পেয়েছে সিলভার মেডেল ও ছয় হাজার ডলার এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থান অধিকারী দল জিতেছে ব্রোঞ্জ মেডেল ও তিন হাজার ডলার করে। এ ছাড়া অঞ্চলভিত্তিক বিজয়ী দলগুলোকেও পুরস্কৃত করা হয়েছে। মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক এই আসর এবার প্রথমবারের মতো আয়োজিত হলো বাংলাদেশে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে এই আয়োজন করে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)। প্রতিযোগিতার ৪৬তম আসর বসবে মিসরে।

সেরা ১২ দল

১. ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। একই সঙ্গে নর্থ আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন। ১১টি সমস্যা সমাধান করেছে দলটি। ২. পিকিং ইউনিভার্সিটি (এশিয়া ইস্ট চ্যাম্পিয়ন)। দলটি ১০টি সমস্যা সমাধান করেছে। ৩. দি ইউনিভার্সিটি অব টোকিও (এশিয়া প্যাসিফিক চ্যাম্পিয়ন)। ৯টি সমস্যার সমাধান করেছে এই দলটি। ৪. সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। মোট ৯টি সমস্যা সমাধান

করেছে স্বর্ণপদক জয়ী দলটি। ৫. ইটিএইচ জুরিখ (ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন)। এই দলটিও ৯টি সমস্যা সমাধান করেছে। ৬. ইকোল নরমাল সুপিরিয়র ডি প্যারিস। ৯টি সমস্যা সমাধান করেছে এই দলটিও। ৭. কার্নিগিও মিলন ইউনিভার্সিটি। এই দলেরও সমস্যা সমাধানের সংখ্যা ৯টি। ৮. ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারশ (সিলভার পদক বিজয়ী, আটটি সমস্যা সমাধান করেছে)। ৯. ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হায়ার স্কুল অব ইকোনমিকস (নর্দান ইউরোশিয়া চ্যাম্পিয়ন)। এই দলের সমাধান করা সমস্যার সংখ্যা আটটি। ১০. সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, রাশিয়া (আটটি সমস্যা সমাধান করেছে)। ১১. ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড (দ্বিতীয় ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী, আটটি সমস্যা সমাধান করেছে) এবং ১২. ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ভিএনইউ)।

https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2022/11/11/1202212

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর

প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন এমআইটি

১১ নভেম্বর ২০২২, ১৫:৫১

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এমআইটি (ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি)। বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব (প্রবলেম সলভিং) অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার মূল্যায়ন শেষে রাতে ফল প্রকাশ করা হয়। ঢাকার বসুন্ধরার আইসিসিবিতে অনুষ্ঠিত হয়

ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট'র (আইসিপিসি) ৪৫তম আসরের আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা। এবারের প্রতিযোগিতায় ৭০টি দেশের ১৩৭টি দল অংশ নেয়। বাংলাদেশের ৮টি দল (বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দল) এতে অংশ নেয়। স্বাগতিক বাংলাদেশের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিয়েছিল। এরমধ্যে চারটি করে সমস্যার সমাধান করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ৫১তম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৬তম স্থান অর্জন করে। এছাড়া, বাকি ছয়টি দল বিশেষ সম্মাননা পেয়েছে। দলগুলো হলো ৮২তম স্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৯৮তম স্থান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৭তম নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, ১১৩তম স্থান আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ১১৯তম স্থান ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) এবং ১২২তম স্থান অর্জন করেছে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

১১টির সমস্যার সমাধান করে ৪৫তম আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এমআইটি। আইসিপিসির নিয়ম অনুযায়ী অনুষ্ঠানে সেরা চারটি দল স্বর্ণপদক পায়। এরপর পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থানকারী রুপা এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থান অর্জনকারী দল ব্রোঞ্জপদক পদক পায়।

১০টি সমস্যার সমাধান করে চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটি দ্বিতীয় স্থান এবং ৯টি সমস্যার সমাধান করে জাপানের দ্য ইউনিভার্সিটি অব টোকিও তৃতীয় স্থান দখল করে স্বর্ণ জয়ী হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ৯টি সমস্যার সমাধান করে সেরা ৩ দলের পর স্বর্ণজয়ী হয়েছে। সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ, ফ্রান্সের ইকোল নরমাল সুপিরিয়র ডি প্যারিস, যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটি ও পোল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারশ দল রৌপ্যপদক বিজয়ী হয়েছে।

ব্রোঞ্জ পেয়েছে রাশিয়ার ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হায়ার স্কুল অব ইকোনমিকস, সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিয়েতনামের ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ভিএনইউ)।

আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বলেন, আইসিপিসি একটি জনপ্রিয় আয়োজনে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর সারাবিশ্ব থেকে অংশগ্রহণকারী অংশ নেয় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ঢাকায় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার সফল ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের জন্য বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মেধার সক্ষমতার প্রমাণ দিতেই সারা বিশ্ব থেকে আগমন ছিল এক ঝাঁক মেধাবীর। সংখ্যাটা শতাধিক নয় বরং হাজারো মেধাবীর উপস্থিতে এক মিলন মেলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা "আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা" আয়োজনে। বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) রাতে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মাদ আলাউদ্দিন। এর আগে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ কনটেস্ট'র পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু। অনুষ্ঠান শেষে সমাপনী বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান। এসময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এবং বিসিসি নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমারসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ আছে। সার বিশ্বে এখন আমাদের প্রায় ১২ মিলিয়ন লোক কর্মক্ষেত্রে শারীরিকভাবে কাজ করছে। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে এবং যেখানে কাজ করে সেই জাতির জন্য সম্পদ তৈরি করে। এর ফলে এটি আমাদের জন্য বিশ্বের সঙ্গে একটি সংযোগ সেতু খুলে দিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, যে স্টার্টআপ ও নতুন উদ্ভাবনী ধারণার জন্য বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠছে। ফলে স্টার্টআপ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
https://www.banglatribune.com/tech-and-gadget/tech-news/772155/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF

THE DAILY CAMPUS

প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন এমআইটি, অঞ্চলের সেরাতেও নেই বাংলাদেশ

চ্যাম্পিয়ন দল এমআইটি © টিডিসি ফটো

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো ৪৫ম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার (আইসিপিসি) আসর। গত ৮ নভেম্বর ঢাকায় আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এই আয়োজনের উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। সেখানেই আজ বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) বেলা ১০টা ৫৩ মিনিটে শুরু হয় মূল প্রতিযোগিতা। ছয় ঘণ্টাব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াদের।

এবার বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৭টি দল অংশগ্রহণ করছেন। বাংলাদেশ থেকে অংশ নেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৮টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দল। গতবার ৪৪তম প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে বুয়েট এশিয়া-ওয়েস্ট রিজিয়নে (পশ্চিমাঞ্চলে) প্রথম স্থানের অর্জন করলেও এবার সেই তালিকায় বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয়নি। এবার ৪৫ম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় (আইসিপিসি) এশিয়া-ওয়েস্ট রিজিয়নে প্রথম স্থান অর্জন করেছে ভারতের কানপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেনোলজি। অজ রাতে ঢাকায় আন্তর্জাতিক কনভেনশন

সেন্টার বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার (আইসিপিসি) সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। ১১টি সমস্যার সমাধান করে এবার আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি) ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

আইসিপিসি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের আন্তর্জাতিক সর্ববৃহৎ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা। প্রতি বছর দু'টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয় আইসিপিসি। ১ম পর্বে বিশ্বের ৮টি অঞ্চল থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ীরা চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেয়। আইসিপিসি, ঢাকা বিশ্বের ৮টি অঞ্চলের মধ্যে এশিয়া-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

৪৫তম আইসিপিসিতে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং নিম্নরূপ

বুয়েট ৫১তম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৬তম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-ঢাবি ৮২তম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-জাবি ৯৮তম, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ১০৭তম, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ১১৩তম, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়-ইউএপি ১১৯তম এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-রুয়েট ১২২তম।

বাংলাদেশের ৮টি দলের মোট সমস্যা সমাধান করে ১৮টি। এরমধ্যে, বুয়েট ৪টি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৪টি, ঢাবি ৩টি, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ২টি, জাবি ২টি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ১টি, রুয়েট ১টি, ইউএপি ১টি সমস্যার সমাধান করে।

https://thedailycampus.com/economics-technology/104695/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6

দৈনিক নয়া দিগন্ত

প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশে

৪৫তম ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্টের (আইসিপিসি) চূড়ান্ত পর্বের (ওয়ার্ল্ড ফাইনাল) আয়োজক ছিল বাংলাদেশ। গত ৬ থেকে ১০ নভেম্বর ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় 'আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল ঢাকা' শীর্ষক এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩৭টি দল প্রতিযোগিতা করছে এবারের প্রোগ্রামিংয়ের 'বিশ্বকাপ' আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে (ওয়ার্ল্ড ফাইনালস)। ৬৯টি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নিয়েছে। এবার চূড়ান্ত পর্ব দলগুলোর জন্য ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যা বা প্রশ্ন করা হয়। আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে এবার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)।

পাঁচ ঘণ্টায় ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যার মধ্যে ১১টি সমাধান করে ৪৫তম আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। এবার দ্বিতীয় স্থানে আছে চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় (১০টি সমাধান) এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়। আইসিপিসির নিয়ম অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে শীর্ষ চারটি দল সোনার পদক পায়। এরপর পঞ্চম থেকে অষ্টম রুপা এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থান অর্জনকারী দল ব্রোঞ্জপদক পায়। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর আন্তর্জতিক কনভেনশন সেন্টার, বসুন্ধরার (আইসিসিবি) ৪ নম্বর হলে গিয়ে দেখা যায়, ছোট ছোট খোঁপে বসা তিন জন করে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কম্পিউটার প্রোগ্রামার। তাদের সামনে একটি করে কম্পিউটার। কোনো কোনো খোঁপে এক বা একাধিক রঙিন বেলুন। এর মানে হলো এই দল এতটা প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করেছে। একটা সঠিক সমাধান, একটা করে বেলুন।

এবারের আয়োজন সম্পর্কে আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম বি পাউচার বলেন, 'আমরা ছয় বছর আগে ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকায় আয়োজনের যে যাত্রা শুরু করেছিলাম, আজ তা সত্যিই হচ্ছে। আমার কাছে এটি বিস্ময়কর ও আনন্দের। আইসিপিসি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা সমাধানের আয়োজন। আগামীর পৃথিবীতে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং দিয়ে বড় বড় সমস্যার সমাধান করতে হবে। আইসিপিসিতে যারা অংশ নেন,

তারা পৃথিবীর সেরা প্রোগ্রামার হয়ে থাকেন। তাদের মেধা মানবতার কাজে লাগবে।’ শীর্ষ তিন দলের পর সোনা জয় করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (৯টি সমাধান)। গতকাল দলটি ১১ মিনিটে সবার আগে একটি সমস্যার সমাধান করে। রৌপ্যপদক বিজয়ী হয়েছে সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ, ফ্রান্সের ইকোল নরমাল সুপিরিয়র ডি প্যারিস, যুক্তরাষ্ট্রের কার্নিগিও মিলন ইউনিভার্সিটি ও পোল্যান্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়। ব্রোঞ্জ পেয়েছে রাশিয়ার ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হায়ার স্কুল অব ইকোনমিকস, সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিয়েতনামের ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ভিএনইউ)। স্বাগতিক বাংলাদেশের আট বিশ্ববিদ্যায়ের আটটি দল চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ৫১তম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৬তম স্থান অর্জন করে। দুটি দলই চারটি করে সমস্যার সমাধান করে। এ ছাড়া বাকি ছয়টি দল বিশেষ সম্মাননা (অনারেবল মেনশন) পেয়েছে।

এ দলগুলো হলো আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এশিয়া মহাদেশে চতুর্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস অনুষ্ঠিত হলো। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আইসিসিবিতে সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় এ বছরের আইসিপিসি চূড়ান্ত পর্ব।

https://www.dailynayadiganta.com/projukti-diganta/705471/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87

বণিক বার্তা

আইসিপিসির ৪৫তম আসরের চ্যাম্পিয়ন এমআইটি

ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্টের (আইসিপিসি) ৪৫তম আসরের চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। পাঁচ ঘণ্টায় ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যার মধ্যে ১১টি সমাধান করে দলটি।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বসুন্ধরার আইসিসিবিতে এবারের আসরের 'আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ১১টি প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে ১০টি সমস্যা সমাধান করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটি। নয়টি সমস্যা সমাধান করে তৃতীয় স্থান দখল করে দি ইউনিভার্সিটি অব টোকিও। আর চতুর্থ হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

আইসিপিসির নিয়ম অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে সেরা চারটি দল স্বর্ণ পদক পায়। এরপর পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থানকারী রূপা এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থান অর্জনকারী দল ব্রোঞ্জ পদক পায়। সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ, ফ্রান্সের ইকোল নরমাল সুপিরিয়র ডি প্যারিস, যুক্তরাষ্ট্রের কার্নিগিও মিলন ইউনিভার্সিটি ও পোল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারশ রৌপ্যপদক বিজয়ী হয়েছে। ব্রোঞ্জ পেয়েছে রাশিয়ার ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হায়ার স্কুল অব ইকোনমিকস, সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিয়েতনামের ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ভিএনইউ)।

স্বাগতিক বাংলাদেশের আটটি বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে চারটি সমস্যার সমাধান করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ৫১তম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৬তম স্থান অর্জন করে।

বাকি ছয়টি দল বিশেষ সম্মাননা পেয়েছে। দলগুলো হলো ৮২তম স্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৯৮তম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৭তম নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, ১১৩তম আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ১১৯তম ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) এবং ১২২তম স্থান পেয়েছে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিযোগিতার সমাপনী এই আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। আরো ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি পাউচার।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মাদ আলাউদ্দিন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস কনটেস্টের পরিচালক ড. মাইকেল জে ডোনাহু। সমাপনী বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান।

এ সময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এবং বিসিসি নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

https://bonikbarta.net/home/news_description/319985/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A7%AA%E0%A7%AB%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF

প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপে সবার উপরে এমআইটি, দেশসেরা বুয়েট ৪০তম

প্রোগ্রামিংয়ের অলিম্পিয়াড খ্যাত ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্টের (আইসিপিসি) ওয়ার্ল্ড ফাইনাল-২০২২ এর চূড়ান্ত পর্ব শেষ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৫৩ মিনিটে শুরু হয়ে চলে বেলা ৩টা ৫৩ মিনিট পর্যন্ত। এতে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৭টি দল অংশগ্রহণ করছেন। বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছে বুয়েট-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৮টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দল।

গত ৬ নভেম্বর থেকে বাংলাদেশে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতার ৪৫তম আসর। এরপর ৮ নভেম্বর ঢাকায় আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এ আয়োজনের উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। সেখানেই আজ বেলা ১০টা ৫৩ মিনিটে শুরু হয় মূল প্রতিযোগিতা। ছয় ঘণ্টাব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াদের।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা শেষে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি) তালিকার সবার শীর্ষে রয়েছে, মোট ১০ স্কোর নিয়ে। চীনের বেইজিং থেকে পিকিং ইউনিভার্সিটি মোট ৯ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।৬৯টি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ১৩৭টি দলের মধ্যে, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-বুয়েট বিশ্বে সামগ্রিকভাবে ৪০তম স্থানে রয়েছে। আর দেশের ৮টি সরকারি ও বেসরকারি

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম। টোকিও, জাপানের ইউনিভার্সিটি অফ টোকিও এবং পোল্যান্ডের ওয়ারশ থেকে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ারশ, প্রতিটি ইউনিভার্সিটি ৮ স্কোর নিয়ে তালিকায় যথাক্রমে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছে। গত বছরের স্বর্ণপদক বিজয়ীরা, দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, প্রতিযোগিতায় প্রথম প্রশ্নগুলোর একটি মোকাবেলা করেছিল। তারাও ৮ স্কোর নিয়ে ৫ম স্থানে রয়েছে। ৪৫তম আইসিপিসিতে বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং নিম্নরূপশাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫২তম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৮২তম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ৮৮তম, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ৯৪তম, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ১০২তম, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয় ১১৪তম এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১২১তম।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হলো আইসিপিসি। আইসিপিসি আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের বেলর বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে এ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করে আইসিপিসি ফাউন্ডেশন। এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ এ ইভেন্টের আয়োজন করে এবং চীন, জাপান এবং থাইল্যান্ডের পর বাংলাদেশ এশিয়ার মাত্র চতুর্থ দেশ যারা এ ইভেন্টের আয়োজক হওয়ার গৌরব অর্জন করে।আইসিপিসির যাত্রা শুরু হয় ১৯৭০ সাল থেকে। যদিও ১৯৭৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এ আয়োজনের দায়িত্বে ছিল কম্পিউটারের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্যতম বৃহৎ ও পুরোনো প্রতিষ্ঠান অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারি (এসিএম)।

https://www.bekarjibon.com/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AC/

THE DAILY CAMPUS

প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন এমআইটি, অঞ্চলের সেরাতেও নেই বাংলাদেশ

চ্যাম্পিয়ন দল এমআইটি © টিডিসি ফটো

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো ৪৫ম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার (আইসিপিসি) আসর। গত ৮ নভেম্বর ঢাকায় আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এই আয়োজনের উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। সেখানেই আজ বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) বেলা ১০টা ৫৩ মিনিটে শুরু হয় মূল প্রতিযোগিতা। ছয় ঘণ্টাব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াদের।

এবার বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৭টি দল অংশগ্রহণ করছেন। বাংলাদেশ থেকে অংশ নেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৮টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দল। গতবার ৪৪তম প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে বুয়েট এশিয়া-ওয়েস্ট রিজিয়নে (পশ্চিমাঞ্চলে) প্রথম স্থানের অর্জন করলেও এবার সেই তালিকায় বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয়নি। এবার ৪৫ম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় (আইসিপিসি) এশিয়া-ওয়েস্ট রিজিয়নে প্রথম স্থান অর্জন করেছে ভারতের কানপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেনোলজি।

অজ রাতে ঢাকায় আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার (আইসিপিসি) সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। ১১টি সমস্যার সমাধান করে এবার আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি) ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। আইসিপিসি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের আন্তর্জাতিক সর্ববৃহৎ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা। প্রতি বছর দু'টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয় আইসিপিসি। ১ম পর্বে বিশ্বের ৮টি অঞ্চল থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ীরা চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেয়। আইসিপিসি, ঢাকা বিশ্বের ৮টি অঞ্চলের মধ্যে এশিয়া-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

৪৫তম আইসিপিসিতে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং নিম্নরূপ

বুয়েট ৫১তম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৬তম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-ঢাবি ৮২তম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-জাবি ৯৮তম, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ১০৭তম, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ১১৩তম, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়-ইউএপি ১১৯তম এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-রুয়েট ১২২তম। বাংলাদেশের ৮টি দলের মোট সমস্যা সমাধান করে ১৮টি। এরমধ্যে, বুয়েট ৪টি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৪টি, ঢাবি ৩টি, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ২টি, জাবি ২টি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ১টি, রুয়েট ১টি, ইউএপি ১টি সমস্যার সমাধান করে।

https://thedailycampus.com/economics-technology/104695/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6

ঢাকায় এমআইটি লিডিং প্রোগ্রামিং ওয়ার্ল্ড কাপ, বুয়েটে ৪০ তম

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি) ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৪৫ তম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার ফাইনালে চার্টের শীর্ষে রয়েছে, মোট ১০ স্কোর নিয়ে। চীনের বেইজিং থেকে পিকিং ইউনিভার্সিটি মোট ৯ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ৬৯ টি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ১৩৭ টি দলের মধ্যে, বুয়েট বিশ্বে সামগ্রিকভাবে ৪০ তম স্থানে রয়েছে।

জাপানের টোকিও থেকে ইউনিভার্সিটি অফ টোকিও এবং পোল্যান্ডের ওয়ারশ থেকে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ারশ, ৮ স্কোর নিয়ে যথাক্রমে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছে। গত বছরের স্বর্ণপদক বিজয়ীরা, দক্ষিণ

কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, প্রতিযোগিতায় প্রথম প্রশ্নগুলির একটি মোকাবেলা করেছিল। তারাও ৮ স্কোর নিয়ে ৫ম স্থানে রয়েছে।

45তম ICPC-তে অন্যান্য বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং নিম্নরূপ:

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় – ৫২ তম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় – ৮২ তম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় – ৮৮ তম, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় – ৯৪ তম, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি – বাংলাদেশ – 102 তম, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয় – ১১৪ তম এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় – ১২১ তম।

এবারের আইসিপিসিতে বাংলাদেশ থেকে মোট ৮ টি দল অংশ নেয়।

https://dbnews71.com/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B/

সারাদিন.নিউজ
আমরা সত্যের পক্ষে

আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা’র চ্যাম্পিয়ন ‘এমআইটি’

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মেধার সক্ষমতার প্রমাণ দিতেই সারা বিশ্ব থেকে আগমন ছিল এক ঝাঁক মেধাবীর। সংখ্যাটা শতাধিক নয় বরং হাজারো মেধাবীর উপস্থিতে এক মিলন মেলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা “আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা” আয়োজনে।

৪৫তম আইসিপিসির আসরের চূড়ান্ত পর্বে এবার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে প্রথম স্থান দখল করে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যার মধ্যে ৫ ঘণ্টায় ১১টি সমাধান করে ৪৫তম আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এমআইটি। আইসিপিসির নিয়ম অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে সেরা চারটি দল স্বর্ণ পদক পায়। এরপর পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থানকারী রুপা এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থান অর্জনকারী দল ব্রোঞ্জপদক অ্যাওয়ার্ড পায়।

বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) ঢাকার বসুন্ধরার আইসিসিবি-তে অনুষ্ঠিত হয় "ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি)" এর ৪৫ তম আসরের "আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা"। সন্ধ্যায় সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এম. এ. মান্নান এমপি। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মাদ আলাউদ্দিন। এর আগে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ কনটেস্ট এর পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু। অনুষ্ঠান শেষে সমাপনী বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান। এসময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং বিসিসি নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমারসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিজয়ীদের নাম ঘোষণার পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান । বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক।

এছাড়াও ড. মোহাম্মাদ আলাউদ্দিন, আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বক্তব্য দেন। এদিকে ১০টি সমস্যা সমাধান করে এশিয়া ইস্ট এর চায়না থেকে পিকিং ইউনিভার্সিটি দ্বিতীয় স্থান এবং ৯টি সমস্যা সমাধান করে এশিয়া প্যাসিফিক থেকে দি ইউনিভার্সিটি অব টকিও তৃতীয় স্থান দখল করে স্বণ জয়ী হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ৯টি সমস্যা সমাধান করে সেরা ৩ দলের পর স্বর্ণ জয়ী হয়েছে। দলটি ১১ মিনিটে সবার আগে একটি সমস্যার সমাধান করে। সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ, ফ্রান্সের ইকোল নরমাল সুপিরিয়র ডি প্যারিস, যুক্তরাষ্ট্রের কার্নিগিও মিলন ইউনিভার্সিটি ও পোল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারশ অর্থাৎ মোট ৪টি দল রৌপ্যপদক বিজয়ী হয়েছে।

ব্রোঞ্জ পেয়েছে রাশিয়ার ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হায়ার স্কুল অব ইকোনমিকস, সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিয়েতনামের ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ভিএনইউ)।

স্বাগতিক বাংলাদেশের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে চারটি করে সমস্যার সমাধান করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ৫১তম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৫৬তম স্থান অর্জন করে। এছাড়া, বাকি ছয়টি দল বিশেষ সম্মাননা (অনারেবল মেনশন) পায়। এই দলগুলো হলো: ৮২তম স্থান পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৯৮তম স্থান পেয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৭তম স্থান পেয়ে নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, ১১৩তম স্থান পেয়ে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ১১৯তম স্থান পেয়ে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) এবং ১২২তম স্থান পেয়ে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

https://www.saradin.news/news/137065

techshohor.com

যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল চ্যাম্পিয়ন

টেকশহর কনটেন্ট কাউন্সিলর : ৪৫তম আইসিপিসির আসরের চূড়ান্ত পর্বে এবার চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। ৫ ঘন্টায় ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যার মধ্যে ১১টি সমাধান করে তারা ।

বৃহস্পতিবার ঢাকায় বসুন্ধরার আইসিসিবি-তে অনুষ্ঠিত হয় “ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি)” এর ৪৫ তম আসরের “আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা”।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা “আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার। ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মাদ আলাউদ্দিন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ কনটেস্ট এর পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু। অনুষ্ঠান শেষে সমাপনী বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান। এসময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং বিসিসি নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমারসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিজয়ীদের নাম ঘোষণার পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান বলেন, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ আছে। সারা বিশ্বে এখন আমাদের প্রায় ১২ মিলিয়ন লোক কর্মক্ষেত্রে শারীরিকভাবে কাজ করছে। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে এবং যেখানে কাজ করে সেই জাতির জন্য সম্পদ তৈরি করে।

এর ফলে এটি আমাদের জন্য বিশ্বের সাথে একটি সংযোগ সেতু খুলে দিয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রী যদি কেউ দেশের বাইরে যায় তবে সেখান থেকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে আবার দেশে ফিরে এসে নিজ দেশের উন্নয়নে কাজে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করেন।

মন্ত্রী আরো বলেন , ২০৪১ সালের মধ্যে আমাদের দেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আইসিটি বিভাগের সাথে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তিতে কাজ করা যা আগামী দিনের জন্য আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের হাতিয়ার হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করেছি। মহামারী না হওয়া পর্যন্ত এক দশক ধরে বাংলাদেশের জিডিপি ৬% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গত ১৩ বছরে মাথাপিছু আয় ৫০০ মার্কিন ডলার থেকে ২৮০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। পলক ডিজিটাল বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্জনগুলো উক্ত অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, অনলাইন সরকার, বাণিজ্য ও ব্যাংকিং পরিষেবা নিশ্চিত করতে এবং গ্রামে ইন্টারনেট সংযোগ সক্ষম করতে "ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশনে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। স্টার্টআপ ও নতুন উদ্ভাবনী ধারণার জন্য বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠছে ফলে স্টার্টআপ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০ মিলিয়ন চাকরির সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে পাশাপাশি আইসিটি সেক্টর থেকে ৫ বিলয়ন ডলার রপ্তানি করার চেষ্টা চলমান। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সঙ্গে অংশীদারিত্বে শীঘ্রই ঢাকায় আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। পলক বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধা ভোগ করছে। ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা প্রতি বছর ২০ হাজারেরও বেশি আইটি এবং আইটিইএস গ্র্যাজুয়েট পাচ্ছি। আমাদের জনশক্তি বাংলাদেশের পাশাপাশি বিশ্বের জন্য একটি অর্থনৈতিক শক্তি।

ড. মোহাম্মাদ আলাউদ্দিন তার বক্তৃতায় বলেন, আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শ্রেষ্ঠত্বের উদযাপন। এই বিশ্ব ফাইনাল প্রতিযোগিতা বিশ্ব জাতিকে উন্নীত করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কী করতে পারে তার একটি জীবন্ত উদাহরণ এবং উজ্জ্বল প্রকাশ হিসবে কাজ করবে। সবশেষে তিনি কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলে মানব শক্তি তৈরিতে অসামান্য ভুমিকা রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান।

আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বলেন আইসিপিসি একটি জনপ্রিয় আয়োজনে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর সারাবিশ্ব থেকে অংশগ্রহণকারি অংশনেয় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ঢাকায় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার সফল ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের জন্য বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

প্রতিযোগিতার সময় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করলেই দলগুলোর পাশে বেলুনের সংখ্যা বাড়ছিল। প্রতিটি দলে ছিল একটি কম্পিউটার এবং তিনজন করে প্রোগ্রামার।

আইসিপিসির নিয়ম অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে সেরা চারটি দল স্বর্ণ পদক পায়। এরপর পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থানকারী রুপা এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থান অর্জনকারী দল ব্রোঞ্জ পদক অ্যাওয়ার্ড পায়।

১০টি সমস্যা সমাধান করে এশিয়া ইস্ট এর চায়না থেকে পিকিং ইউনিভার্সিটি দ্বিতীয় স্থান এবং ৯টি সমস্যা সমাধান করে এশিয়া প্যাসিফিক থেকে দি ইউনিভার্সিটি অব টকিও তৃতীয় স্থান দখল করে স্বণ জয়ী হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ৯টি সমস্যা সমাধান করে সেরা ৩ দলের পর স্বর্ণ জয়ী হয়েছে। দলটি ১১ মিনিটে সমস্যার সমাধান করে।

সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ, ফ্রান্সের ইকোল নরমাল সুপিরিয়র ডি প্যারিস, যুক্তরাষ্ট্রের কার্নিগিও মিলন ইউনিভার্সিটি ও পোল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারশ অর্থাৎ মোট ৪টি দল রৌপ্যপদক বিজয়ী হয়েছে।

ব্রোঞ্জ পেয়েছে রাশিয়ার ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হায়ার স্কুল অব ইকোনমিকস, সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিয়েতনামের ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ভিএনইউ)।

স্বাগতিক বাংলাদেশের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে চারটি করে সমস্যার সমাধান করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ৫১তম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৬তম স্থান অর্জন করে।

এছাড়া, বাকি ছয়টি দল বিশেষ সম্মাননা (অনারেবল মেনশন) পায়। এই দলগুলো হলো: ৮২তম স্থান পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৯৮তম স্থান পেয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৭তম স্থান পেয়ে নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, ১১৩তম স্থান পেয়ে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ১১৯তম স্থান পেয়ে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) এবং ১২২তম স্থান পেয়ে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

https://techshohor.com/192835/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%87/

The Daily Star

MIT wins programming world cup in Dhaka, BUET 51st

The 45th ICPC was held this year in Dhaka.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) has won the finals of the 45th International Collegiate Programming Contest held in Dhaka, with a total score of 11. Among 137 teams of university students from 69 countries, BUET (Bangladesh University of Engineering and Technology) ranked 51st overall in the world. Peking University from Beijing, China, ranked 2nd with a total score of 10. The University of Tokyo from Tokyo, Japan, ranked 3rd. Last year's gold medal winners, Seoul National University of South Korea, tackled one of the first questions in the competition. They ranked 4th overall. The rankings of other Bangladeshi universities in the 45th ICPC are as follows: Shahjalal University of Science and Technology - 56th, University of Dhaka - 82nd, Jahangirnagar University - 98th, North South University - 107th, American International University - Bangladesh - 113th, University of Asia Pacific - 119th and Rajshahi University of Engineering & Technology - 122nd.

A total of 8 teams from Bangladesh competed in this year's ICPC.

https://www.thedailystar.net/tech-startup/news/mit-tops-programming-world-cup-dhaka-buet-40th-3165636

the dailyobserver We stand for people's rights

MIT wins ICPC World Cup, BUET 51st

Published : Saturday, 12 November, 2022 at 12:00 AM Count

Machusetts Institute of Technology won the finals of the 45th International Collegiate Programming Contest held at ICCB, Bashundhara in the city on Thursday. photo: observer

Massachusetts Institute of Technology (MIT) won the finals of the 45th International Collegiate Programming Contest (ICPC) held in Dhaka, with a total score of 11. Among 137 teams of university students from 69 countries, BUET (Bangladesh University of Engineering and Technology) ranked 51st overall in the world. ICPC World Finals, Dhaka of the 45th edition of "International Collegiate Programming Contest (ICPC)" was held at ICCB, Bashundhara in the city on Thursday. After that, by solving 10 problems, Peking University from China in East Asia won second place

and The University of Tokyo from Asia Pacific also took third place by solving 9 problems and received gold medal. South Korea's Seoul National University won the gold after the top 3 teams solved 9 problems.

The teams were the first to solve a problem in 11 minutes -- ETH Zurich of Switzerland, Ecole Normale Supérieure de Paris of France, Carnegie Mellon University of the United States and University of Warsaw of Poland i.e. a total of 4 teams -- won silver medals. Bronze was awarded to Northern Eurasia's National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg State University, UK's University of Oxford and Vietnam's University of Engineering and Technology (VNU).

The rankings of other Bangladeshi universities in the 45th ICPC are as follows: Among them, Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) got 51st place and Shahjalal University of Science and Technology (SUST) got 56th place by solving four problems each.

Besides, the remaining six teams get honourable mentions. These teams are: University of Dhaka ranked 82nd, Jahangirnagar University ranked 98th, North South University ranked 107th, American International University-Bangladesh (AIUB) ranked 113rd, University of Asia Pacific (UAP) ranked 119th and Rajshahi University of Engineering & Technology (RUET) ranked 122nd.

A total of 8 teams from Bangladesh took part in this year's ICPC.

https://www.observerbd.com/news.php?id=392556

ICPC chief appreciates Bangladesh for arranging ICPC World Finals

DHAKA, Nov 10, 2022 (BSS) - President of the ICPC Foundation and ICPC Executive Director Dr William B Poucher appreciated the co-hosts ICT Division, Bangladesh Computer Council and the University of Asia Pacific for befitting arrangement of the ICPC World Finals in Dhaka.

At the press briefing held at the International Convention City Bashundhara (ICCB), he also presented highlights of the ongoing contest, said a press release. Vice-Chancellor of the University of Asia Pacific and Director, ICPC World Finals Dhaka Prof Dr Qumrul Ahsan; ICPC Deputy Executive Director and ICPC Director of World Finals Contests Dr Michael J Donahoo; Additional

Secretary of ICT Division Mohammad Navid Shafiullah; and Executive Director of Bangladesh Computer Council Ranajit Kumar were present. Vicky Zhang, Vice-President of Corporate Communications of Huawei, and Andrei Ivanov, Senior Vice President of Investments, Vice-President of Research and Education at JetBrains, were also present. Dr Bill Poucher thanked the Bangladesh government specially the ICT Division and Bangladesh Computer Council (BCC) for extending support to the University of Asia Pacific for the successful staging of competition.

He said: "I am delighted to be here. We have to be proactive to do better."

In his speech, Prof Qumrul Ahsan said by organising this great programming contest, the University of Asia Pacific would be immensely benefitted to take challenges on how to learn, experiment and excel in the goals and motto of such a mega competition." Highlighting the benefit of hosting the ICPC World Finals in Dhaka, Additional Secretary of ICT Division Mohammad Navid Shafiullah said: "To develop a human resource pool for the Digital World, we need to inculcate a problem-solving culture for the younger generation". BCC Executive Director Ranajit Kumar said: "What you have seen here now in this event, the wonderful environment of the contest venue is the finished product of a lot of hard work that was first initiated back in 2017."

A total of 137 teams from universities around the world are competing for the championship today at the ICCB Hall 4. More than 1,000 people are in Dhaka to celebrate the competition, coming from 70 countries. The 45th edition of the ICPC World Finals, known as the programming world cup, got underway with the Opening Ceremony at ICCB Hall-1 on November 8, 2022.

The 45th edition of the ICPC World Finals is led by the ICT Division of the Government of the People's Republic of Bangladesh where the Bangladesh Computer Council (BCC) of the ICT Division is acting as the executing agency and the UAP is the host of this contest.

https://www.bssnews.net/news/93174#:~:text=DHAKA%2C%20Nov%2010%2C%202022%20(,ICPC%20World%20Finals%20in%20Dhaka.

45th ICPC World Finals ends on a high note, with MIT winning championship, closely followed by Peking University

Dhaka, November 18th, 2022] The 45th International Collegiate Programing Contest (ICPC) World Finals, hosted by University of Asia Pacific, sponsored by leading global digital infrastructure provider Huawei, has concluded on November 10, 2022, with MIT team winning the global championship, followed closely by Peking University. The ICPC World Finals kicked off on November 6 in Dhaka, with over 400 contestants from 70 countries competing in teams of three representing their universities. The teams advanced through multiple rounds to reach the finals on November 10. The top 12 teams each received the gold, silver and bronze awards. The MIT team solved 11 of the 12 problems to clinch the world title, while Peking University team solved 10. The other gold medal teams are University of Tokyo and Seoul National University. Dr.William Poucher, President of the ICPC Foundation, said that the students who have made it to the ICPC World Finals in Dhaka represented the top one percent of those who competed in the ICPC.

"The talent in this room is amazing," he said.

The Dhaka ICPC Challenge, powered by Huawei, was held on November 8 on the sidelines of the event, with the teams challenged to solve the problems on Task Scheduling and Data Assignment. As a diamond sponsor of the 45th ICPC World Finals, Huawei said it shares the vision of International Collegiate Programing Contest (ICPC) to create a platform for cutting-edge technology challenges. "Huawei is a leading global digital infrastructure provider with the most comprehensive set of technological offerings. It's our mission to make sure young talent have access to the necessary skillsets and mindsets to commence in a fast-changing world. We want to provide our talented young people with the best STEM opportunities possible, and help them realize their dreams and contribute to the world." said Vicky Zhang, Vice President of Corporate Communications at Huawei. "We all believe that the young generation is the future. ICPC is a great platform for younger generation problem solvers and creates such a fantastic community of top minds. That is why we have been working closely with the ICPC. We are proud to be part of the 45th ICPC World Finals Dhaka," Zhang said.

One of the world's oldest and most prestigious programming contests, the ICPC, or International Collegiate Programming Contest, is an algorithmic programming contest for college students. The teams work to solve the real-world problems, fostering collaboration, creativity, innovation and the ability to perform under pressure. Through training and competition, the teams challenge each other to raise the bar on the possible. This year the ICPC World Finals saw a gathering of over 1200 guests. The event was a part of the golden jubilee celebration of Bangladesh's independence. Huawei has sponsored this event as part of its long-term commitment to creating a fully connected intelligent world and developing a digital talent ecosystem. In addition to being a diamond sponsor, the company has opened up its research platforms worldwide in the hope of giving all young talent access to the most challenging problems from the telecommunications and information technologies industry.

https://www.huawei.com/en/news/2022/11/icpc-world-finals

The Daily Alokito Bangladesh
আলোকিত বাংলাদেশ

২০২৫ সালের মধ্যে ৩০ মিলিয়ন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে : আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

এস.ইসলাম জয় : ঢাকার বসুন্ধরার আইসিসিবি-তে অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি) এর ৪৫ তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা এর আসর। এ অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০ মিলিয়ন চাকরির সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে পাশাপাশি আইসিটি সেক্টর থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করার চেষ্টা চলমান। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সঙ্গে অংশীদারিত্বে শীঘ্রই ঢাকায় আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধা ভোগ করছে। ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা প্রতি বছর ২০ হাজারেরও বেশি আইটি এবং আইটিইএস গ্র্যাজুয়েট পাচ্ছি আমাদের জনশক্তি বাংলাদেশের পাশাপাশি বিশ্বের জন্য একটি অর্থনৈতিক শক্তি। শুক্রবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানানো হয়।

গতকাল অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্জনগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অনলাইন সরকার, বাণিজ্য ও ব্যাংকিং পরিষেবা নিশ্চিত করতে এবং গ্রামে ইন্টারনেট সংযোগ সক্ষম করতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশনে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। তিনি আরো বলেন, স্টার্টআপ ও নতুন উদ্ভাবনী ধারণার জন্য বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠছে ফলে স্টার্টআপ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বলেন আইসিপিসি একটি জনপ্রিয় আয়োজনে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর সারাবিশ্ব থেকে অংশগ্রহণকারীরা অংশনেয় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ঢাকায় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার সফল ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের জন্য বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। প্রতিযোগিতার সময় লক্ষ করা যায় যে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করলেই দলগুলোর পাশে বেলুনের সংখ্যা বাড়ছে। প্রতিটি দলের জন্য একটি কম্পিউটার এবং তিনজন করে প্রোগ্রামার রয়েছে। ফলাফল ঘোষণার সময়ও নাটকীয় মুহূর্তের অবতারণা করেন আইসিপিসির কর্মকর্তা ও বিচারকেরা। ৪৫তম আইসিপিসির আসরের চূড়ান্ত পর্বে এবার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে প্রথম স্থান দখল করে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যার মধ্যে ৫ ঘণ্টায় ১১টি সমাধান করে ৪৫তম আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এমআইটি। আইসিপিসির নিয়ম অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে সেরা চারটি দল স্বর্ণ পদক পায়। এরপর পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থানকারী রুপা এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থান অর্জনকারী দল ব্রোঞ্জপদক অ্যাওয়ার্ড পায়।

১০টি সমস্যা সমাধান করে এশিয়া ইস্ট এর চায়না থেকে পিকিং ইউনিভার্সিটি দ্বিতীয় স্থান এবং ৯টি সমস্যা সমাধান করে এশিয়া প্যাসিফিক থেকে দি ইউনিভার্সিটি অব টকিও তৃতীয় স্থান দখল করে স্বর্ণ জয়ী হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ৯টি সমস্যা সমাধান করে সেরা ৩ দলের পর স্বর্ণ জয়ী হয়েছে। দলটি ১১ মিনিটে সবার আগে একটি সমস্যার সমাধান করে। সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ, ফ্রান্সের ইকোল নরমাল সুপিরিয়র ডি প্যারিস, যুক্তরাষ্ট্রের কার্নিগি মিলন ইউনিভার্সিটি ও পোল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারশ অর্থাৎ মোট ৪টি দল রৌপ্যপদক বিজয়ী হয়েছে। ব্রোঞ্জ পেয়েছে রাশিয়ার ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হায়ার স্কুল অব ইকোনমিকস, সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিয়েতনামের ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ভিএনইউ)। এরপর পৃষ্ঠা ২, সারি ১

২০২৫ সালের মধ্যে ৩০ মিলিয়ন চাকরির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) স্বাগতিক বাংলাদেশের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে চারটি করে সমস্যার সমাধান করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ৫১তম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৬তম স্থান অর্জন করে। এছাড়া, বাকি ছয়টি দল বিশেষ সম্মাননা (অনারেবল মেনশন) পায়। এই দলগুলো হলো- ৮২তম স্থান পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৯৮তম স্থান পেয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৭তম স্থান পেয়ে নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, ১১৩তম স্থান পেয়ে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ১১৯তম স্থান পেয়ে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) এবং ১২২তম স্থান পেয়ে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের (ইউএপি) ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মাদ আলাউদ্দিন। এর আগে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস কনটেস্ট এর পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু। অনুষ্ঠানি শেষে সমাপনী বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান।

এসময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং বিসিসি নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমারসহ আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

Published on 13/11/2022

দৈনিক ইত্তেফাক

আইসিপিসি চ্যাম্পিয়ন এমআইটি

প্রোগ্রামিংয়ের 'বিশ্বকাপ' আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে এবার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। পাঁচ ঘণ্টায় ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যার মধ্যে ১১টি সমাধান করে ৪৫তম আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়।

গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, বসুন্ধরার (আইসিসিবি) ৪ নম্বর হলে আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্ব (ওয়ার্ল্ড ফাইনালস) অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে রাত পৌনে ৯টায় ঘোষণা করা হয় ফলাফল। এবার দ্বিতীয় স্থানে আছে চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় (১০টি সমাধান) এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় (৯টি)। ৬৯টি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১৩৭টি দল আইসিপিসিতে অংশ নেয়।

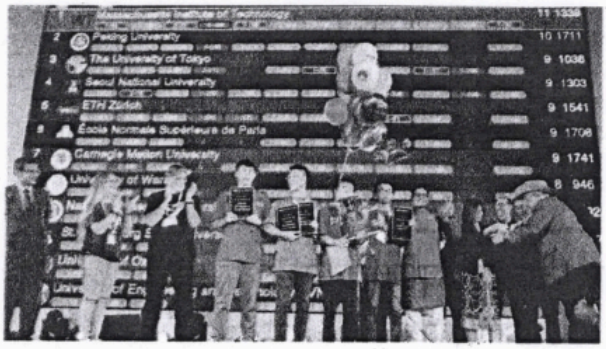

সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'এক হাজার অতিথি এ আয়োজনে অংশ নিয়েছেন, যা বড় ব্যাপার। আইসিপিসির ওয়ার্ল্ড ফাইনালস দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশেই প্রথমবারের মতো হলো।'

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ বলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণ করে আমরা এখন স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে চলেছি। চূড়ান্ত পর্ব বাংলাদেশে আয়োজন করার জন্য আইসিপিসি ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ।'

আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম বি পাউচার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার সফল আয়োজনের জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে সরকারের আইসিটি বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) এবং আইসিপিসি ঢাকার পরিচালক কামরুল আহসান, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমারসহ অনেকে বক্তৃতা করেন।

দিনে প্রতিযোগিতার সময় দেখা যায় কোনো কোনো দলের পাশে বাড়ছে বেলুনের সংখ্যা। মানে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করছে। প্রতিটি দলে একটি কম্পিউটার, নীল টি-শার্ট পরা তিনজন করে প্রোগ্রামার। একটা করে সমাধান হয় আর একটা করে বেলুন বাড়ে। ফলাফল ঘোষণার সময়ও নাটকীয় মুহূর্তের অবতারণা করেন আইসিপিসির কর্মকর্তা ও বিচারকেরা।

আইসিপিসির নিয়ম অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে শীর্ষ চারটি দল সোনার পদক পায়। এরপর পঞ্চম থেকে অষ্টম রুপা এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থান অর্জনকারী দল ব্রোঞ্জপদক পায়। শীর্ষ তিন দলের পর সোনা জয় করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (৯টি সমাধান)। গতকাল দলটি ১১ মিনিটে সবার আগে একটি সমস্যার সমাধান করে।

রৌপ্যপদক বিজয়ী হয়েছে সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ, ফ্রান্সের ইকোল নরমাল সুপিরিয়র ডি প্যারিস, যুক্তরাষ্ট্রের কার্নিগিও মিলন ইউনিভার্সিটি ও পোল্যান্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্রোঞ্জ পেয়েছে রাশিয়ার ন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হায়ার স্কুল অব ইকোনমিকস, সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিয়েতনামের ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ভিএনইউ)।

স্বাগতিক বাংলাদেশের আট বিশ্ববিদ্যায়ের আটটি দল চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ৫১তম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৬তম স্থান অর্জন করে। দুটি দলই চারটি করে সমস্যার সমাধান করে। এ ছাড়া বাকি ছয়টি দল বিশেষ সম্মাননা (অনারেবল মেনশন) পেয়েছে। এ দলগুলো হলো আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এশিয়া মহাদেশে চতুর্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস অনুষ্ঠিত হলো। আয়োজন শুরু হয়েছিল ৬ নভেম্বর। বাংলাদেশে আয়োজক হিসেবে ছিল সরকারের আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। স্বাগতিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ইউএপি।

Pubished on 12/11/2022

The Daily Alokito Bangladesh
আলোকিত বাংলাদেশ

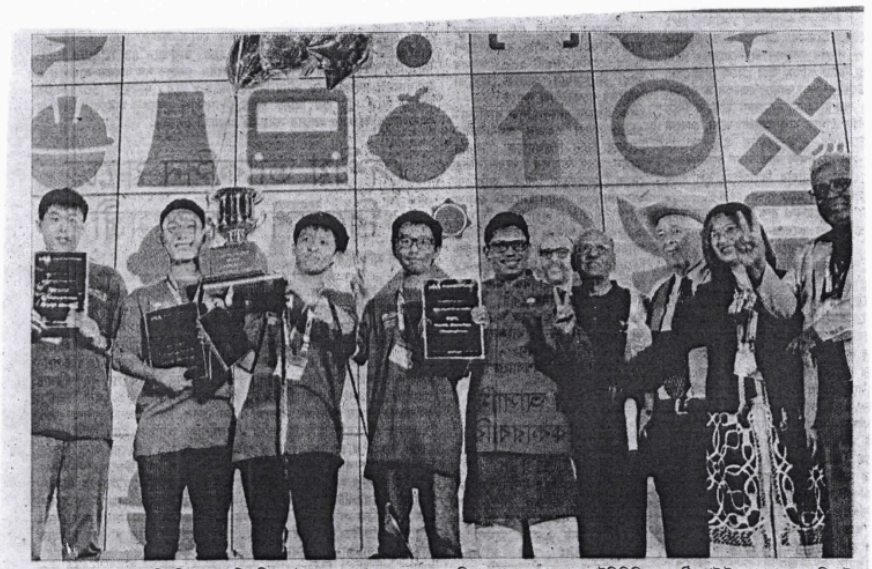

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক গত বৃহস্পতিবার ঢাকার বসুন্ধরার আইসিসিবিতে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি)'- এর ৪৫তম আসরের সমাপনী অনুষ্ঠানে পরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন

৪৫তম আইসিপিসি চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মেধার সক্ষমতার প্রমাণ দিতেই সারা বিশ্ব থেকে বাংলাদেশে আগমন ঘটেছিল একঝাঁক মেধাবী তরুণের। সেই আয়োজনের অংশ হিসেবে গত বৃহস্পতিবার ঢাকার বসুন্ধরার আইসিসিবিতে অনুষ্ঠিত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি)'-এর ৪৫তম আসরের 'আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা'। ওইদিন সন্ধ্যায় সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশন সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি পাউচার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন,

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

Published on 12/11/2022

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

গত বৃহস্পতিবার ঢাকার বসুন্ধরার আইসিসিবিতে "ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি)" এর ৪৫ তম আসরের আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম. এ. মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মাদ আলাউদ্দিন –প্রেস বিজ্ঞপ্তি

Published on 12/11/2022